[২০২১] ১ এস সি আর ৮৭৯

এ. সুব্রামানিয়ান এবং আরেকজন

বনাম

আর. প্যানারসেলভাম

(২০১০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯৪৭২)

ফেব্রুয়ারি ০৮,২০২১

[অশোক ভূষণ, আর. সুভাষ রেড্ডি এবং এম. আর. শাহ্, বিচারপতিগণ]

মামলা- স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য- বাদী- উত্তরকারী স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করেছেন যাতে বিবাদী- আপিলকারীদের মামলার সম্পত্তির উপর বাদীর শান্তিপূর্ণ দখল এবং ভোগ করতে বাধা দেওয়া হয় - বাদীর মামলা ছিল যে তিনি একজন 'ডি' এর বংশধরদের কাছ থেকে সম্পত্তি কিনেছিলেন এবং 'ডি'-এর আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সম্পাদিত মোক্তারনামা দিয়ে তার দাবিকে সমর্থন করেছে, বিক্রয় দলিল তারিখ ১৬.০৭.২০০১, ১৪.০৩.১৯৪৬ তারিখের বিক্রয় দলিল 'ডি' এর পক্ষে এবং ২৭.০২.২০০১ তারিখে গৃহ কর রসিদ-বিবাদী পক্ষের দাবি অস্বীকার করেছেন বাদী – বিচার আদালত বলেছিল যে সম্পত্তির উপর বাদীর অধিকার আছে, বাদীর দখলও প্রমাণিত হয়েছে – তবে, প্রথম আপিল আদালত এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে বাদী সম্পত্তির উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন - হাইকোর্ট দেখেছে যে পূর্বে আপীলকারী-বিবাদী একই মামলার সম্পত্তির দখল ঘোষণা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিলেন এবং এটি বিচার আদালতদ্বারা খারিজ করা হয়েছিল এবং আপিলও খারিজ করা হয়েছিল-সুতরাং, পূর্ববর্তী কার্যধারার চূড়ান্ততা অর্জন করা হয়েছিল যে বিবাদীর কোন স্বত্ব

ছিল না বা মামলা সম্পত্তির দখলে ছিল না - হাইকোর্ট একই বিবেচনা করার পরে বাদীর পক্ষে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করে বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেছে - আপিলের উপর, স্থির হয়েছে: তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বর্তমান মামলাটি এই আপিলের জন্ম দেয়, স্বত্বএবং দখল ঘোষণার জন্য একটি মামলা ছিল না বরং মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল আদেশের জন্য-হাইকোর্ট বর্তমান মামলার বাস্তবতায় বাদীর স্বত্ব-এ

প্রবেশ না করে নিষেধাজ্ঞার জন্য বাদীর দায়ের করা মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলে ধরে রাখার জন্য যুক্তিযুক্ত কারণ দিয়েছেন, বিশেষত বিবাদীর অনুরোধে শুরু হওয়া আগের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে একই সম্পত্তির দখল ঘোষণা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি মামলাটি হারিয়েছেন-অতএব, বিবাদী পক্ষ থাকার আপিল করতে পারে না দখল এবং এছাড়াও, যখন বিবাদী স্বীকার করেছিল যে বাদী দখলে ছিল-বিচার আদালতের পাশাপাশি হাইকোর্ট শুধুমাত্র মৌখিক সাক্ষ্যই নয়, বিবাদীর পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রদর্শনী দাখিল করা।

হয়েছিল তাও খতিয়ে দেখেছে- সুতরাং হাইকোর্টের রায়ে কোনো ত্রুটি নেই।

আপিল খারিজ করে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ---

১) বর্তমান মামলায় বাদী পক্ষের দখল দুটি প্রধান কারণে হাইকোর্ট বহাল রেখেছে। প্রথমত, মামলার বাদী, সম্পত্তির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একই সম্পত্তির দখল এবং ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন, যে মামলাটি খারিজ হয়ে গিয়েছিল এবং দখল পুনরুদ্ধার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, বিবাদী এমনকি দখলের আপিলও করতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত বিবাদী তার জেরায় স্বীকার করেছেন যে ক্রয় করার পরে বাদী নির্মাণটি ভেঙে দিয়েছিলেন।[অনুচ্ছেদ ২০]

২) হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটিও সঠিক ছিল যে এটি আইনের একটি সাধারণ নীতি যে এমনকি অনধিকার প্রবেশকারী, যিনি সম্পত্তির প্রতিষ্ঠিত দখলে রয়েছেন, তিনিও নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন। যাইহোক, বিষয়টি ভিন্ন হবে, যদি বাদী নিজেই মালিকানা বিরোধ সম্পর্কে বিতর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং নিষেধাজ্ঞা ত্রাণের পাশাপাশি মালিকানা ঘোষণার জন্য আপিল করতে ব্যর্থ হন। হাইকোর্ট সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বাদীর খালি খোঁজখবর নিলেই প্রমাণিত হবে যে বাদী স্বত্ববিরোধ সম্পর্কে কিছু বলেননি। স্পষ্টতই কারণ আগের মামলায়, ডি ডাবলু ১ কোনো ত্রাণ পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে বাদী ঘোষণার জন্য আপিল না করে খালি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে না এই নীতিটি বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। [অনুচ্ছেদ ২১]

৩) বর্তমান মামলায় এই আপিলের জন্মদানকারী বর্তমান মামলাটি মালিকানা ও দখলের ঘোষণার মামলা ছিল না, বরং মামলাটি নিষেধাজ্ঞার জন্য দায়ের করা হয়েছিল। উল্লিখিত হিসাবে, হাইকোর্ট বর্তমান মামলার বাস্তবতায় বাদীর শিরোনামে প্রবেশ না করে নিষেধাজ্ঞার জন্য বাদীর দায়ের করা মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল বলে ধরে রাখার জন্য যুক্তিযুক্ত কারণ দিয়েছেন বিশেষত পূর্ববর্তী মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যা এই দৃষ্টান্তে শুরু হয়েছিল। আপীলকারীদের দাখিল যে বিবাদী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রমাণাদি খতিয়ে দেখা হয়নি তা সঠিক নয়।

বিচার আদালতের পাশাপাশি হাইকোর্ট শুধু মৌখিক সাক্ষ্যই দেখেননি বরং *বিবাদী*র পক্ষে দাখিল করা প্রদর্শনীগুলিও দেখেছেন যা হাইকোর্টের করা আলোচনা থেকে স্পষ্ট। [অনুচ্ছেদ ২৫]

৪) এই আদালত হাইকোর্টের দৃষ্টিতে কোনও ত্রুটি খুঁজে পায় না যে প্রদর্শ এ-১ এবং এ-২-এর বৈধতা প্রবেশ করার প্রয়োজন ছিল না এবং বাদী কর্তৃক দায়ের করা নিষেধাজ্ঞার মামলাটি বাদীর স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত দখলের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার যোগ্য ছিল। সুতরাং, এই আদালত প্রথম আপিল আদালতের রায় বাতিল করে এবং বিচার আদালতের রায় পুনরুদ্ধার করে বাদী কর্তৃক দায়ের করা দ্বিতীয় আপিলের অনুমতি দেওয়ার হাইকোর্টের রায়ে কোনও ত্রুটি খুঁজে পায় না। [অনুচ্ছেদ ২৬]

নগর পালিকা, জিন্দ বনাম জগৎ সিং, আইনজীবী **(১৯৯৫) ৩ এস. সি. সি. ৪২৬: [১৯৯৫] ৩ এস. সি. আর ৯;** যমুনা নগর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বনাম খারিয়াতি লাল **(২০০৫) ১০ এস. সি. সি. ৩০;** জগদীশ প্রসাদ প্যাটেল (মৃত) আইনী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং আরেকজন বনাম শিবনাথ এবং অন্যান্যরা **(২০১৯) ৬ এস. সি. সি. ৮২: [২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৫১৮;** অজেন্দ্র প্রসাদজি নরেন্দ্র প্রসাদজি পান্ডে বনাম স্বামী কে. নারায়ণদাসজি এবং অন্যান্যরা **(২০০৫) ১০ এস. সি. সি. ১১: [২০০৫] ১ সম্পুরক এস. সি. আর. ৩৯২;** নায়ার সারভিস সোসাইটি লিমিটেড বনাম কে. সি.আলেকজান্ডার এবং অন্যান্যরা এ**. আই. আর. ১৯৬৮ এস. সি. ১১৬৫: [১৯৬৮] এস. সি. আর. ১৬৩ উল্লেখ করা হয়েছে।**

প্যারি ভি বনাম ক্লিসোল্ড **(১৯০৭) এ সি ৭৩-উল্লেখ করা হয়েছে।**

<u>মামলা আইন উল্লেখ</u>

(২০০৫) ১০ এস. সি. সি. ৩০	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ১১**
[১৯৯৫] ৩ এস. সি. আর. ৯	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ১১,১৮**
[১৯৬৮] এস. সি. আর. ১৬৩	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ২২**
[২০০৫] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৩৯২	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ২২**
[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৫১৮	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ১১,২৪**

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের দেওয়ানি আপিল নং. ৯৪৭২।

২০০৯ সালের ৩৯ নং এস এ-তে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ২৮.০৪.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সুশ্রী কে. অভিরামে, ভি. রাঘবাচারী এবং জি. বালাজি, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী।

ভি. প্রভাকর, সুশ্রী ই. আর. সুমতি, সুশ্রী জ্যোতি পরাশর, এন. জে রামচন্দর এবং সুশ্রী এস. স্পন্দনা রেড্ডি, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় দিয়েছেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি, আদালতের রায় দিয়েছেন

১) ২০০৯ সালের দ্বিতীয় আপীল নং ৩৯-এ মাদ্রাজ হাইকোর্টের ২৪.০৪.২০০৯ তারিখের রায়কে আপত্তি করে আসামীরা দেওয়ানী মামলায় এই আপীলটি দায়ের করেছেন যে রায়ের মাধ্যমে হাইকোর্ট বাদীর দ্বিতীয় আপিলের রায়কে বাতিল করে দিয়েছিল। প্রথম আপিল আদালত ২৬.১১.২০০৪ তারিখে এ এস নং ১৭২ ২০০৫ এর এবং ২০০২ এর ও এস নং ১৪৪ এ ০৬.০২.২০০৪ তারিখের রায় পুনরুদ্ধার করা বিচার আদালত মামলা রায়।

২)পক্ষগুলিকে মূল মামলায় উল্লেখ করা হিসাবে উল্লেখ করা হবে। মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলো এই আপিলের জন্ম দিয়েছেঃ

বাদী, আর. প্যানারসেলভাম, যিনি এই আপিলের উত্তরদাতা, তিনি ২০০২ সালের ও এস নং ১৪৪ জেলা মুন্সিফ, নামাক্কালের আদালতে দাখিল করেন যাতে বিবাদীদের মামলার শান্তিপূর্ণ অধিকার এবং সম্পত্তি ভোগের ব্যাঘাত ঘটানো থেকে বিবাদীদের স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য নিষেধ করা হয়। মামলার সম্পত্তির পরিমাপ ছিল ১৭৭৭-১/২ বর্গফুট। কালাপ্পানাইকেনপট্টি গ্রামে অবস্থিত সার্ভে নং ১৭২/১ এর অন্তর্ভুক্ত। মামলায় বাদীর মামলা ছিল যে মামলার সম্পত্তিটি মূলত থালামা নাইডুর ছেলে ধসি নাইডুর ছিল যিনি কৃষি শ্রমিক হিসাবে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন এবং শ্রীলঙ্কায় মারা গিয়েছিলেন। ধসি নাইডুর পুত্র, কৃষ্ণসামি নাইডু ১৯৪১ সালে ভারতে এসেছিলেন এবং মামলার সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তি একজন ঘানি সাহেবকে অর্পণ করেছিলেন, যিনি সম্পত্তিগুলি পরিচালনা ও উপভোগ করতেন।

৩) বাদী দাবি করেছেন যে ধাসি নাইডুর বংশধরদের কাছ থেকে বৈধ বিবেচনার জন্য ১৬.০৭.২০০১-এ নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে মামলা সম্পত্তি কিনেছেন। বাদীর আরও মামলাটি ছিল যে প্রথম আসামী ছিলেন প্রাক্তন সামরিক সৈনিক, এবং দ্বিতীয় আসামী যিনি প্রথম আসামীর জামাতা ছিলেন, পুলিশ বিভাগে কনস্টেবল হিসাবে কাজ করছিলেন, বাদীটির শান্তিপূর্ণ দখল এবং মামলা সম্পত্তির উপভোগকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছিলেন। অতএব, মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বাদীর সাথে দাখিল করা নথিগুলি হল ধাসি নাইডুর আইনী উত্তরাধিকারীদের দ্বারা ২২.০৫.২০০১ তারিখে সম্পাদিত মোক্তারনামা, ১৬.০৭.২০০১

তারিখে বিক্রয় দলিল এবং ১৪.০৩.১৯৪৬ তারিখে ধাসি নাইডুর পক্ষে বিক্রয় দলিল এবং ২০১ তারিখের গৃহ কর রসিদ।

৪) বাদী পক্ষের দাবি প্রত্যাখ্যান করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করা হয়েছে; বিবাদী স্বীকার করেছে যে মামলা সম্পত্তি ধাসি নাইডুর ছিল। বিবাদী দাবি করেছে যে নথিভুক্ত বিক্রয় দলিলটি নিজেই একটি মনগড়া এবং জাল। তথাকথিত ধাসি নাইডুর আইনি উত্তরাধিকারী-বংশধররা বিক্রয় নথিতে অভিযুক্ত হিসাবে কাল্পনিক এবং উক্ত ধাসি নাইডুর প্রকৃত আইনি উত্তরাধিকারী নয়। মামলার সম্পত্তির স্বত্বনিজেই প্রশ্নবিদ্ধ, গনি সাহেবের সাথে বাদী দুটি বিশেষ ক্ষমতা জালিয়াতি করেছেন এবং দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ VII বিধি ১৪ এর অধীনে বাদী উল্লিখিত নথিগুলির সাথে মামলা দায়ের করেছেন। বিবাদীরা লিখিত বিবৃতিতে দাবি করেছিলেন যে ধাসি নাইডুর পুত্র সঞ্জীবী নাইডু একটি নিবন্ধিত মোক্তারনামা দ্বারা মামলা সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তি আর রাঙ্গারাজু নাইডুকে অর্পণ করেছিলেন, যিনি পরে মারা যান, তাঁর একমাত্র আইনী উত্তরাধিকারী সর্বশ্রী অর্জুনা দেবীকে রেখে যান, যিনি তাঁর কন্যা নালন্দা, ইন্দিরা এবং গুণবরথীকে রেখে মারা যান। তাঁর তিন কন্যার পক্ষে প্রতিবাদী নং ১ ঘানি সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁর ভাড়াটেত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের করেছিলেন যা মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৯৪ সালের এ এস নং ২৯৭ হিসাবে আপিল করা হয়েছিল।

৫) বাদী নিজেকে পি ডব্লিউ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন। প্রতিবাদী ডিডব্লিউ ১ থেকে ডিডব্লিউ ৬ পরীক্ষা করেছিলেন। বাদী সাতটি প্রদর্শনী দায়ের করেছিলেন। বিচার আদালত নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় তৈরি করেছেঃ

ক) মামলায় বাদী যে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন তা কি তাঁর কাছে উপলব্ধ?

খ) বাদী মামলা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক নন বলে বিবাদীদের বিবৃতি কি সঠিক?

গ) বাদীর কাছে উপলব্ধ অন্যান্য ত্রাণগুলি কী কী?

৬) বিচার আদালত বলেছিল যে ২২.০৫.২০০১ তারিখের মোক্তারনামা শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং নামাক্কাল সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল। বাদীর পক্ষে দায়ের করা নথিগুলি হল প্রদর্শনী পি ডব্লিউ ১ এবং পি ডব্লিউ ২। বিচার আদালত বলেছিল যে সম্পত্তির উপর বাদীর অধিকার রয়েছে, বাদীর দখলও প্রমাণিত হয়েছে। বিচার আদালতমা মলাটির রায় দিয়েছে।

৭) বিবাদীরা ২০০৫ সালের এ. এস. নং ১৭২ নামে নামক্কল উপ-আদালতে একটি আপিল দায়ের করে। প্রথম আপীল আদালত পি ডব্লিউ ১ এবং পি ডব্লিউ ২ প্রদর্শনের মোক্তারনামার বৈধতার মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রদর্শনী পি ডব্লিউ ১ সন্দেহজনক পরিবেশ দ্বারা পরিস্থিতিতে রয়েছে।

প্রথম আপিল আদালত অবশ্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিদেশে লিখিত ক্ষমতা দলিল নিবন্ধিত করার প্রয়োজন নেই। প্রথম আপিল আদালত, আরও, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে অ্যাটর্নির ক্ষমতা সম্পাদন এবং প্রমাণীকরণ, প্রদর্শনী পি ডব্লিউ ১ প্রমাণিত না হওয়ায়, বিক্রয় দলিল প্রদর্শনী পি ডব্লিউ ২ ও প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়। অতএব, বাদী মামলা সম্পত্তির উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম আপিল আদালত আরও জানতে পেরেছে যে বিবাদী নং. ১৯৮৭-এর ও এস নং ৫২৪ চালু করেছিল যা একই সম্পত্তির জন্য ছিল যেখানে বিবাদী নং ১ নিজের এবং তাঁর তিন কন্যার জন্য সম্পত্তি ঘোষণা ও দখলের দাবি করেছিলেন, যা মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ার পরে, বিবাদীও প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে মামলা সম্পত্তি বিবাদী নং ১-এর তিন কন্যার ছিল এবং দখল তাদের কাছে রয়েছে। প্রথম আপিল আদালত আপিলের অনুমতি দেয় এবং এই ভিত্তিতে রায়টি বাতিল করে দেয় যে বাদী তার মালিকানা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম আপিল আদালতের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বাদী দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেছেন।

৮) হাইকোর্ট ২৪.০৪.২০০৯ তারিখের তার রায়ের মাধ্যমে বাদীর পক্ষে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করে বিচার আদালতের ডিক্রি নিশ্চিত করে আইনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত দিয়ে দ্বিতীয় আপিলের অনুমতি দেয়। হাইকোর্ট দেখেছে যে বিবাদী ১৯৪৭ সালের মূল মামলা নং ৫২৪ দাখিল করেছে এবং মামলার সম্পত্তির দখল ঘোষণা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য যা বিচার আদালত খারিজ করে দিয়েছে যার বিরুদ্ধে ১৯৯৪ সালের এ এস নং ২৯৭ টিও খারিজ হয়ে গেছে, চূড়ান্ততা অর্জন করা হয়েছিল পূর্ববর্তী কার্যধারায় যে বিবাদীর কোনটাই স্বত্বনেই বা মামলার সম্পত্তির দখল নেই এবং বাদীর দখল বিবাদী কর্তৃক স্বীকার করা হয়েছে, বাদীর মামলা ডিক্রি হওয়ার যোগ্য। হাইকোর্টের আরও মতামত ছিল যে প্রথম আপিল আদালতের প্রদর্শনী এ-১ এবং এ-২ এর বৈধতার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয়। হাইকোর্ট আপিলের অনুমতি দেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে এই আপিল করেছেন আসামিরা।

৯) আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি সুশ্রী কে অভিরামে এবং উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি শ্রী ভি প্রভাকর উপস্থিত হয়েছেন।

১০) আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে বাদী ১৬.০৭.২০০১ তারিখের বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে মামলা সম্পত্তির অধিকার দাবি করেছেন, যে বিক্রয় দলিলটি বৈধ বলে প্রমাণিত হয়নি এবং ধাসি নাইডুর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা যথাযথ মোক্তারনামা দ্বারা কার্যকর করা হয়নি, বাদীর মামলা খারিজ হওয়ার যোগ্য। এটি জমা দেওয়া হয় যে বাদী তার নিজের মামলার শক্তিতে মামলায় সফল হতে

পারে এবং বাদী বিবাদীদের মামলার দুর্বলতার কোনও সুযোগ নিতে পারে না। এমনকি বিবাদীরাও তাদের মালিকানা প্রমাণ করতে এবং বাদীদের মামলা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিল কেবল এই কারণে যে বিবাদীরা তাদের মালিকানা এবং অধিকার প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১১) আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও বলেন যে বিবাদীদের দায়ের করা নথিগুলি বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি **নগর পালিকা, জিন্দ বনাম জগৎ সিং, আইনজীবী, (১৯৯৫) ৩ এস. সি. সি ৪২৬; যমুনা নগর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বনাম খারিয়াতি লাল, (২০০৫) ১০ এস. সি. সি ৩০ এবং জগদীশ প্রসাদ প্যাটেল (মৃত) আইনী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং আরেকজন বনাম শিবনাথ এবং অন্যান্যরা, (২০১৯) ৬ এস. সি. সি ৮২**-এ এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

১২) শ্রী ভি. প্রভাকর, আপীলকারীদের পক্ষে উকিলের দাখিল প্রত্যাখ্যান করে বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলি দাবি করেছেন যে বাদী সফলভাবে তার দখল প্রমাণ করেছেন যা বিবাদী তার বিবৃতিতেও স্বীকার করেছে, নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলাটি বিচার আদালত দ্বারা সঠিকভাবে ডিক্রি করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে যে সংক্ষেপে বাদীও নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে তার স্বত্বসফলভাবে প্রমাণ করেছেন। ধাসি নাইডুর আইনী উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সম্পাদিত মোক্তারনামার ভিত্তিতে সম্পত্তিটি একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় মোক্তারনামা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং সাব-রেজিস্ট্রার নামাক্কাল দ্বারা নিবন্ধিত হয়েছিল, প্রথম আপিল আদালত মোক্তারনামা সঠিকভাবে কার্যকর ও প্রমাণীকরণ না করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বাদী পুরানো কাঠামোটি ভেঙে ফেলেছেন যা রেকর্ডের প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয়, বাদীর দখলকে বিবাদী অস্বীকার করতে পারে না। বিবাদী গনি সাহেবের বিরুদ্ধে মামলার সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করেছে, যে সম্পত্তির মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে তার ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে বাদীর মামলা প্রতিহত করার অধিকার বিবাদীর নেই।

১৩) আমরা পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

১৪) বাদী তার অভিযোগে মালিকানা এবং দখল দাবি করেছেন, এবং বাদীদের শান্তিপূর্ণ দখল এবং মামলা সম্পত্তির উপর উপভোগকে বিঘ্নিত করা থেকে বিবাদীদের সংযত করার চেষ্টা করেছেন। মামলায় বাদী নিম্নলিখিত ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছেনঃ

ক) স্থায়ী আদেশের মাধ্যমে আসামীদের এবং তাদের লোকটিকে যে কোনও উপায়ে মামলা সম্পত্তির উপর বাদীর শান্তিপূর্ণ দখল এবং উপভোগকে বিঘ্নিত করা থেকে বিরত করে;

খ) মামলার পরিস্থিতিতে মাননীয় আদালত উপযুক্ত বলে মনে করে আরও অন্যান্য ত্রাণ বা ত্রাণ প্রদান করে;

গ) বিবাদীদের দ্বারা মামলার খরচ প্রদান করে এবং এইভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করে।

১৫) বিচার আদালত দেখেছে যে বাদী সম্পত্তির পাশাপাশি দখলের উপর তার অধিকার প্রমাণ করেছেন, তিনি আদেশের ডিক্রির অধিকারী হয়েছেন। তিনটি আদালতই আগের মামলাটি উল্লেখ করেছে ও এস নং ৫২৪ of ১৯৪৭ বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা মামলাটি যা বিচার আদালত দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল এবং আপিলটি ১৯৯৪ এর এ এস নং ২৯৭ হওয়ায় বিচারের আগে কোন রায়গুলি আনা হয়েছিল তাও খারিজ করা হয়েছিল বাদী কর্তৃক আদালত। ও এস নং ৫২৪ ২৩.১১.১৯৯২ তারিখের রায়ের কপি ১৯৪৭ সালের বিচার আদালতকে সংযোজন পি ৫ হিসাবে রেকর্ডে আনা হয়েছে। মামলাটি বিবাদী নং ১ তার তিনটি নাবালিকা কন্যা সহ দায়ের করেছিলেন এবং তিনি পিতা, অভিভাবক এবং কন্যাদের পরবর্তী বন্ধু, ১৯৪৭ সালের ও এস নং ৫২৪-এর বাদী শ্রী পি. রাঙ্গারাজু নাইডুর মাধ্যমে মামলার সম্পত্তির উপর স্বত্বদাবি করেছিলেন। গনি সাহেব যিনি ম্যানেজার ছিলেন, তাকে বিবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ঘোষণা এবং দখল এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বিবাদী মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল যেখানে বিবাদী আপিল করেছিল যে সম্পত্তিটি ধসি নাইডুর মালিকানাধীন যার পুত্র কৃষ্ণসামি নাইডু, যিনি ভারতে এসেছিলেন এবং মামলার সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বিবাদীর পক্ষে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছিলেন তখন থেকে বিবাদীর দখলে এবং ব্যবহারকারী ছিল। বিচার আদালত বলেছে যে বাদী তার পদবী এবং দখল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আসামীর দখল স্বীকার করেছেন সুব্রামানিয়ান যিনি উক্ত মামলার বাদী ছিলেন। রায়ের ১১ অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত বিচার আদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছিল:

"১১.....এই মামলায় বাদীর পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে, মামলার সম্পত্তি বিবাদীর দখলে রয়েছে। পরিস্থিতিতে যেহেতু বাদী স্বীকার করেছেন যে বিবাদী মামলার সম্পত্তির দখলে আছে, তাই মনে করা হয় যে যদিও আসামী কৃষ্ণসামির দ্বারা কার্যকর করা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বিবাদীর পক্ষে উপস্থাপন করেনি, জবানবন্দিতে ডি ডব্লিউ ১ একটি দাবি করেছে বিবাদী যে কৃষ্ণসামির ক্ষমতা একটি গ্রহণযোগ্য। যে জবানবন্দি ডি ডব্লিউ ২ থেকে, শোনা যায় যে দাসি নাইডু সঞ্জীবী নাইডু, নাল্লু নাইডু এবং কৃষ্ণসামি

নাইডুকে তার আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে মারা গেছেন.... এটাও ধরা হয় যে বিবাদী তার ক্ষমতায় মামলা সম্পত্তির দখলে রয়েছে এবং পরিচালনা করছে কারণ কৃষ্ণসামির পাওয়ার এজেন্ট এবং বিবাদী মামলার সম্পত্তির ভাড়াটে নয় এবং সেই অনুযায়ী ইস্যু নম্বর ২ এবং ৫ যথাক্রমে উত্তর দেওয়া হয়েছে।...."

১৬) সুব্রামানিয়ানের দায়ের করা ঘোষণা এবং দখলের মামলাটি খারিজ করা হয়েছিল যার বিরুদ্ধে ১৯৯৪ সালের এ এস নং ২৯৭ দায়ের করা হয়েছিল যা ০৪.০৯.১৯৯৫ তারিখে জেলা আদালত, সালেম দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

১৭) হাইকোর্ট তার রায়ে যথাযথভাবে পূর্ববর্তী মামলাটির উল্লেখ করেছে এবং বলেছে যে সুব্রামানিয়ান এবং তার তিন কন্যার দায়ের করা পূর্ববর্তী মামলার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ধরে নেওয়া যথেষ্ট যে বিবাদীরা মামলা সম্পত্তির দখলে নেই। হাইকোর্টও যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে বাদী নিজেই মামলায় আসামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দখল করেছে। ২৪ অনুচ্ছেদে, হাইকোর্ট রায় দিয়েছেঃ

"২৪.....বাদীর দখল আসামীদের দ্বারা করা স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে এবং পূর্ববর্তী কার্যধারার তথ্যের উপর ভিত্তি করে, যা ডি-১ তার ওয়াটারলুর সাথে শুরু করেছিল এবং দেখা করেছিল।"

১৮. আপিলকারীদের কৌঁসুলি যে আপিল করেছেন তা হল যে মামলায় বাদী তার মালিকানা এবং দখল দাবি করেছেন, উচ্চ আদালত ত্রুটি করেছে বাদীদের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন না করে এবং বাদীর নাম নির্ধারণ না করে মামলাটি রায় করা উচিত ছিল না। আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞকৌঁসুলি **নগর পালিকা, জিন্দ বনাম জগৎ সিং, আইনজীবী, (১৯৯৫) ৩ এস. সি. সি ৪২৬**-এ এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। উপরের মামলায় বিবাদী কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল যা পৌর কমিটি এই ভিত্তিতে বিরোধিতা করেছিল যে বিবাদী প্রশ্নযুক্ত জমির মালিক নন বা তাঁর দখলেও ছিলেন না। বিচার আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। প্রথম আপিল আদালত মামলাটি রায় দেয় এবং দ্বিতীয় আপিলটি হাইকোর্ট খারিজ করে দেয়। নগর পালিকা এই আদালতে আপিল দায়ের করে। নগর পালিকা এই আদালতের সামনে যুক্তি উত্থাপন করেছিল যে আইনের আদালত এই অনুমানে অগ্রসর হয়েছিল যে বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে স্বত্বঅধিগ্রহণ যা হাইকোর্টের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি তা মামলার সত্যতা স্বীকার করা হয়েছিল এবং কখনও প্রশ্ন করা হয়নি পৌরসভা কমিটি দারা। এই আদালত অনুচ্ছেদ ৬-এ নিম্নলিখিত অনুষ্ঠিত প্রথম আপিল আদালতের রায়কে অস্বীকার করেঃ

"৬। উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলি, পৌরসভা কমিটি কর্তৃক তার লিখিত বিবৃতিতে উত্তরদাতার স্বত্বএবং দখলের এত স্পষ্ট অস্বীকৃতির মুখে কীভাবে, আপিল আদালত এই অনুমানে এগিয়ে যায় যে স্বত্বঅধিগ্রহণ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে, যা আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি, মামলায় একটি স্বীকার্য সত্য ছিল এবং পৌরসভা কমিটি দ্বারা কখনও প্রশ্ন করা হয়নি। আমাদের মতে, যখন আপীল আদালত উত্তরদাতার দখল সংক্রান্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করার জন্য অগ্রসর হয় প্রশ্নে বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে তার দ্বারা ক্রয়ের অভিযোগের তারিখের পরে, যা আদালতে কখনও হাজির করা হয়নি, তখন আপিল আদালত একটি প্রতিশ্রুতি দেয়। গুরুতর ত্রুটি। স্বত্বের উপর ভিত্তি করে একটি মামলায়, উত্তরদাতা মামলার সম্পত্তিতে তার স্বত্বপ্রমাণ করেছেন কিনা, এটি মূল সমস্যাটির প্রতি তার মনকে কখনও প্রয়োগ করেনি। এটি বিতর্কিত হতে পারে না যে প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তিতে তার মালিকানা প্রমাণ করার দায়িত্ব উক্ত উত্তরদাতার উপর ছিল। এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে, আপিলকারীর পক্ষ থেকে আপিল আদালতের সামনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, উক্ত উত্তরদাতা পাতিতে সহ-অংশীদারদের মধ্যে একজনের অংশ দাবি করছেন, কিন্তু কোনও সহ-অংশীদার যৌথ সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশে মালিকানা প্রদান করতে পারবেন না। তবে মামলার মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা বাদ দেওয়া হলেও, আপিল আদালত কেবল বছরের ১৯৭৪-৭৫ থেকে রাজস্ব রেকর্ড যেমন বছরের ১৯৭৪-৭৫ জামবন্দী এবং বছরের ১৯৭৭-৭৯ সম্পর্কিত খসরা গিরদওয়ারি বিবেচনা করতে এগিয়ে যায়।"

১৯) মামলায় উত্তরদাতার অবস্থান ছিল যে মামলাটি নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৯৬৩-এর ৬ ধারার অধীনে বিবেচনা করা হবে। এই আদালত উপরের জমাটি খারিজ করে দিয়েছে। ৯ অনুচ্ছেদে, ৬ ধারার উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতার আপিলটি এই আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যাখ্যান করেছেঃ

"৯.১৯৬৩ সালের নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৬ ধারার নীতি কীভাবে বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। উত্তরদাতা, যিনি বাদী ছিলেন, তিনি কখনও অভিযোগ করেননি যে তিনি আপিলকারী-পৌরসভা কমিটি দ্বারা বিতাড়িত হয়েছেন। অন্যদিকে, তিনি বিতর্কিত জমির মালিক বলে দাবি করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে তিনি তার দখলে ছিলেন। তিনি আপিলকারীকে তার দখলে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিলেন। উভয় পক্ষই মালিকানা সংক্রান্ত প্রশ্ন সহ তাদের নিজ নিজ দাবির সমর্থনে প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিল।"

২০) বর্তমান মামলায় বাদীর দখল দুটি প্রধান কারণে হাইকোর্ট বহাল রেখেছে। প্রথমত, মামলার আসামী সুব্রামানিয়ান এর আগে ঘানি সাহেবের বিরুদ্ধে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য এবং একই সম্পত্তির জন্য ঘোষণার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিলেন যিনি সম্পত্তির ব্যবস্থাপক ছিলেন যে মামলাটি খারিজ করা হয়েছিল এবং দখল পুনরুদ্ধার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, বিবাদী এমনকি দখল করার আপিলও করতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত বিবাদী তার জেরা নিজেই স্বীকার করেছে যে ক্রয় করার পরে বাদী নির্মাণটি ভেঙে দিয়েছিল। হাইকোর্ট তার রায়ের ১৩ অনুচ্ছেদে জেরাচলাকালীন ডি ডাব্লু ১ জবানবন্দি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি বের করেছে। ডিডব্লিউ১-এর জবানবন্দি থেকে উদ্ধৃত করে রায়ের ১৩ অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বলেছেঃ

> "১৩.....এই অংশগুলির খালি পর্যালোচনায় স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে যে কীভাবে ডি ডাব্লু (ডি ১) আংশিকভাবে হৃদয় দিয়ে সত্য স্বীকার করে এবং বাকি সত্যকে অস্বীকার করে, সত্য বলার কোনও দায়িত্ব ছাড়াই। মামলা যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, হুক বা ক্রুক দ্বারা, ডি-১ এই আদালতে ১৯৪৭ সালের ও এস নং ৫২৪ এবং ১৯৯৪ সালের এ এস নং. ২৯৭-এর রায় এবং রায়ের বিপরীতে এই আদালতে আপিল করার মাত্রা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। (ই এক্স এ-৩, এ-৫, এ-৬ এবং এ-৭) যেটি আগের মামলা ছিল মামলার সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য নয়। কিন্তু, সেই রায় এবং রায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করবে যে পূর্বের মামলাটি ডি-১ এবং তার তিন সন্তানের দ্বারা মামলার সম্পত্তি সহ সম্পূর্ণ সম্পত্তির দখল ঘোষণা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছিল। উল্লিখিত আগের মামলায়, প্রথম আসামী এবং তার আইনী উত্তরাধিকারীরা দাবি করেছিল যে তারা তাদের মূল পোরোসিটি রাঙ্গারাজুলু নাইডু থেকে স্বত্বপেয়েছে এবং একটি পাওয়ার ডিডের অধীনে মামলার সম্পত্তি পেয়েছে এবং তারা উভয় আদালতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, এখানে মামলা-সম্পত্তি বিবাদীদের দখলে নেই তা ধরে রাখার জন্য এটি যথেষ্ট নয়।"

২১) হাইকোর্ট তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও সঠিক ছিল যে এটি আইনের একটি সাধারণ নীতি যে এমনকি সম্পত্তির প্রতিষ্ঠিত দখলে থাকা ব্যক্তিও নিষেধাজ্ঞা পেতে পারে। যাইহোক, বিষয়টি ভিন্ন হবে, যদি বাদী নিজেই স্বত্ব বিরোধের বিষয়ে বাদীতে বিস্তারিতভাবে বলেন এবং আদেশের ত্রাণ সহ স্বত্বঘোষণার জন্য প্রার্থনা করতে ব্যর্থ হন। হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে বাদীর একটি খালি খোঁজাখুঁজি প্রমাণ করবে যে বাদী স্বত্ববিরোধ সম্পর্কে স্পষ্টতই কিছু বর্ণনা করেননি কারণ আগের মামলায় ডি ডাব্লু ১ কোনো ত্রাণ পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বাদী ঘোষণার জন্য প্রার্থনা না করে খালি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আপিল করতে পারবেন না এই নীতিটি বর্তমান মামলার বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২২) আমরা **নায়ার সার্ভিস সোসাইটি লিমিটেড বনাম কে. সি. আলেকজান্ডার এবং অন্যান্যরা, এ. আই. আর ১৯৬৮ এস. সি ১১৬৫**-এর এই আদালতের রায়ের কথাও উল্লেখ করতে পারি, যেখানে হিদায়াতুল্লাহ, বিচারপতি-এর সভাপতিত্বে এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই নীতির পুনরাবৃত্তি করেছে যে, মালিকানা প্রকৃত মালিক ছাড়া সকলের বিরুদ্ধে ভাল। **প্যারি বনাম ক্লিসোল্ড,(১৯০৭) এ. সি ৭৩**-এর বিচার বিভাগীয় কমিটির রায়ে বর্ণিত নীতিটি ১৭ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করা হয়েছিলঃ

(১৭) আমাদের বিচারে এটি আমাদের সমস্যার একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত। আমাদের অর্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা ১৯০৭ সালের এ সি ৭৩ আইনটি পড়ে শুরু করতে পারি, যাতে আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে প্রকৃত মালিক ছাড়া অন্য যে কোনও উপায়ে দখল করা সকলের বিরুদ্ধে ভাল কিনা। ১৯০৭ সালের এ সি ৭৩ আইনটি বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নীতিটি পুনরায় নিশ্চিত করেছেঃ

"এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা যায় না যে, মালিকের অনুমিত চরিত্রে জমির অধিকারী এবং শান্তিপূর্ণভাবে মালিকানার সাধারণ অধিকার প্রয়োগকারী কোনও ব্যক্তির পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি সম্পূর্ণ ভাল খেতাব রয়েছে তবে সঠিক মালিক। এবং যদি সঠিক মালিক এগিয়ে না আসেন এবং মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইন প্রক্রিয়া দ্বারা তার খেতাব দাবি না করেন, তবে তার অধিকার চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যায় এবং মালিক একটি পরম খেতাব অর্জন করেন।"

২৩) রায়ের ২২ অনুচ্ছেদে, বেঞ্চ ১৯০৭ এ সি ৭৩-এ আদেশটি অনুমোদন করেছিল।

২৪) আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞকৌঁসুলি আজেন্দ্র প্রসাদজি নরেন্দ্র প্রসাদজি পান্ডে বনাম স্বামী কে. নারায়ণদাসজি এবং অন্যান্যরা (২০০৫) ১০ এস. সি. সি ১১ এই আদালতের রায়কেও উল্লেখ করেছেন, এই ক্ষেত্রে এই আদালত একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদানের জন্য ক্রমবর্ধমান কারণটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছে যা মামলাটি স্পষ্টভাবে পৃথকযোগ্য এবং বর্তমান মামলায় এর কোনও প্রয়োগ নেই। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা নির্ভর করা পরবর্তী রায়টি আইনী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে **জগদীশ প্রসাদ প্যাটেল (মৃত) এবং অন্যান্যরা বনাম শিবনাথ এবং অন্যান্যরা (২০১৯) ৬ এস. সি. সি ৮২**। উপাধি এবং দখল ঘোষণার মামলায় এই আদালত এই নীতিটি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে বাদীরা তাদের মামলা প্রমাণ করুক বা না করুক না কেন, স্বত্বএবং দখল ঘোষণার জন্য মামলা বাদীরা তাদের নিজস্ব স্বত্ব-এর শক্তিতে

সফল হবে। অনুচ্ছেদ ৪৪ এবং ৪৫ এ নিম্নলিখিতটি স্থাপন করা হয়েছিল:

> "৪৪. স্বত্ব এবং দখলের জন্য ঘোষণার মামলায়, বাদী-উত্তরদাতারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব পদবীর শক্তিতে সফল হতে পারে এবং আসামী-আপিলকারীদের মামলার দুর্বলতার জন্য নয়। এই বোঝা বাদী-উত্তরদাতাদের উপর বর্তায় যাতে তারা মামলার সম্পত্তিতে তাদের স্বত্বস্থাপন করে যে তারা ঘোষণার জন্য ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী। বাদী-উত্তরদাতারা স্বত্বদলিল যেমন পাট্টা-ইজারা পেশ করেননি যার উপর বাদী-উত্তরদাতারা নির্ভর করছেন বা অন্য কোনো প্রমাণ যোগ করে তাদের অধিকার প্রমাণ করেননি। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, তাদের দ্বারা নির্ভর করা রাজস্ব এন্ট্রিগুলিও আসল নয় বলে ধরে নেওয়া হয়। যাই হোক না কেন, কিছু খাতাউনির জন্য রাজস্ব এন্ট্রি শিরোনামের প্রমাণ নয়; কিন্তু রাজস্ব উদ্দেশ্যে নিছক বিবৃতি. তারা তাদের উপাধি প্রমাণ করার জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল দলকে কোন অধিকার বা উপাধি প্রদান করতে পারে না।
>
> ৪৫। এটি পর্যবেক্ষণ করে যে স্বত্বঘোষণার মামলায়, বাদী-উত্তরদাতারা কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব স্বত্ব-এর শক্তিতে সফল হবেন, বিবাদী-আপিলকারীরা তাদের মামলা প্রমাণ করেছে বা না করেছে, ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম ভাসাভি কো-এ। হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, (২০১৪) ২ এস সি সি ২৬৯, এটি এল এস সি সি পৃষ্ঠা ২৭৫, অনুচ্ছেদ ১৫ এর অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
>
> "১৫. এটি একটি সাধারণ আইন যে, মালিকানা ঘোষণার জন্য একটি মামলায়, এই ধরনের একটি ঘোষণা দেওয়ার জন্য একটি স্পষ্ট মামলা তৈরি এবং প্রতিষ্ঠিত করার ভার সর্বদা বাদীদের উপর থাকে এবং আসামীদের দ্বারা গঠিত মামলার দুর্বলতা, যদি থাকে, বাদীকে স্বস্তি দেওয়ার ভিত্তি হবে না।""

২৫. উপরোক্ত মামলাগুলিতে এই আদালত যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমান মামলার তথ্যে আসা যাক, এই আপিলের জন্ম দেওয়া বর্তমান মামলাটি মালিকানা ও দখলের ঘোষণার মামলা ছিল না, বরং মামলাটি নিষেধাজ্ঞার জন্য দায়ের করা হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, হাইকোর্ট এই ধারণার জন্য জোরালো কারণ দিয়েছে যে, বাদী কর্তৃক দায়ের করা মামলাটি বর্তমান মামলার তথ্যে বাদীর নামে প্রবেশ না করেই রক্ষণযোগ্য ছিল, বিশেষত পূর্ববর্তী মামলাটির পরিপ্রেক্ষিতে যা বিবাদী নং ১-এর অনুরোধে শুরু হয়েছিল যেখানে তিনি একই সম্পত্তির ঘোষণা এবং দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলাটি হারিয়েছিলেন। আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলির জমা দেওয়া যে বিবাদী দ্বারা দায়ের করা প্রমাণগুলি সঠিক নয়।

বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট কেবল মৌখিক প্রমাণই নয়, বিবাদীর পক্ষে দায়ের করা প্রদর্শগুলিও খতিয়ে দেখেছে যা হাইকোর্টের ১৩ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে করা আলোচনা থেকে স্পষ্ট।

২৬. আমরা হাইকোর্টের দৃষ্টিতে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না যে প্রদর্শ এ-১ এবং এ-২-এর বৈধতা প্রবেশ করার প্রয়োজন ছিল না এবং বাদী কর্তৃক দায়ের করা নিষেধাজ্ঞার মামলাটি বাদীর স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত দখলের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার যোগ্য ছিল। সুতরাং, আমরা প্রথম আপিল আদালতের রায় বাতিল করে এবং বিচার আদালতের রায় পুনরুদ্ধার করে বাদী কর্তৃক দায়ের করা দ্বিতীয় আপিলের অনুমতি দিয়ে হাইকোর্টের রায়ে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না।

২৭। ফলস্বরূপ, আপিল খারিজ করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।